যুগান্তর

তারিখ 08 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

বন্যায় সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের ২৩ জেলায় চলমান বন্যায় এ পর্যন্ত সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে আধা-পাকা ও কাঁচা ১৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া। সংশ্লিষ্টরা জানান, বন্যা থেমে গেলে কিংবা পানি নেমে গেলেও কমপক্ষে এক মাসের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

আর কয়েকদিন পরই দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং মাদ্রাসায় বার্ষিক পরীক্ষা। কিন্তু আকস্মিক বন্যায় এ লেখাপড়ায় শুধু বিঘ্নই নয়, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল থেকে জানা গেছে, ১৯৪টি

বন্ধ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

বন্ধ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬৬টি আংশিক ও বাকি ২৮টি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল বন্যার পানির তোড়ে ভেসে গেছে। এ অবস্থায় সংস্কার বা পুনঃনির্মাণ ছাড়া স্কুলগুলোতে ক্লাস শুরু করা যাবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, গত বছরও দেশের এসব অঞ্চলে বন্যা হয়েছিল। এবার একই দুর্যোগের পুনরাবৃত্তির জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন না। তারা জানান, সংশ্লিষ্ট খাতে প্রচুর অর্থ রয়েছে। বন্যা শেষ হওয়ার পরপরই পুনর্বাসন ও সংস্কারের ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হবে।